বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বার্থ ও বিভ্রান্তি সমাজ বিবর্তনের বাধা।

সমাজবিজ্ঞানীদের অভিমত এবং বস্তুবাদী-ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী মধ্যবিত্তের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুব অংশ সমাজকে সামনে নিয়ে যাওয়ার দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। কিন্তু যখন কোন সমাজের শিক্ষিত ও প্রগতিশীল যুব অংশ বিভ্রান্তিতে ভোগে, তখন সেই সমাজের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

সকলে প্রত্যক্ষ করেছেন ষাট দশকের মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর শিক্ষিত যুব সমাজ বাঙ্গালী-জাতীয়তাবাদ, ধর্ম-নিরাপেক্ষ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে উক্ত নীতির পতাকা তলে সকল শ্রেনীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্বিজাতি তত্ত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেতে বঙ্গবন্ধুকে বাধ্য করেছিল। বিগত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল চার মূল নীতির প্রতি গণমানুষের সমর্থনের বর্হিপ্রকাশ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সকল অংশই উক্ত নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। কেউ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছেন নেতৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে, কেউবা চলমান ঘটনার প্রেক্ষাপটে, অথবা জীবন রক্ষার্থে। আবার কেউ কেউ করেছেন পাকিস্তান ও মার্কিন চর হিসাবে। তাই মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সকলেই সত্যিকার ভাবে মুক্তিযোদ্ধা নয়, কারণ তারা মুক্তিযুদ্ধের মূল নীতির প্রতি আস্থাবান ছিলেন না।

মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলটির নিজ শ্রেনী স্বার্থের প্রতি দুর্বলতার সুযোগে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী খলনায়কেরা অতিবাম, রাজাকার, প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের সহযোগীতায় বিভিন্ন শ্রেনীর মানুষের মধ্যে বিবেদ সৃষ্টিতে সমর্থ হয়, যার বর্হিপ্রকাশ ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ নামে ভিন্নভাবে দ্বিজাতি তত্ত্ব, পাকিস্তানী কায়দায় স্বৈরাতন্ত্র ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পুনপ্রত্যাবর্তন। ফলে সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রনদিত মূল চার নীতি, যা বর্তমান কালের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামে অভিহিত এবং যার বিরুদ্ধে বর্তমান জোট সরকারের নফরৎ, বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়। তাই ১৯৭১ সালে সূচিত মুক্তিযুদ্ধ অসমাপ্ত, অর্থ্যাৎ সামাজিক যে কারণগুলির জন্য মুক্তিযুদ্ধের সূচনা, তার বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হয়েছে। এই বাধার পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যান্ত সমাজের অস্থিরতা বন্ধ হবে না। এটাই হলো বস্তুবাদী ইতিহাসের শিক্ষা এবং সমাজবিজ্ঞানের থিউরী। তাই সমাজে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ও বিপক্ষের দ্বন্দ্ব বাস্তবানুগতভাবে বিদ্যমান।

অসমাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে তার চেতনার বিরুদ্ধে নফরৎ, স্বৈরাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য এবং ভোগের অফুরান্ত সুযোগের মধ্যে লালিত-পালিত বর্তমানকালের বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের শিক্ষিত যুব সমাজের উত্থান। ফলে যুব সমাজের একাংশ ভোগে আত্মনিয়োগ করে। এরাই বর্তমান কালের কালো টাকার মালিক ধণিক শ্রেনী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, গডফাদার, বাংলা-ভাই, মাস্তান ও সন্ত্রাসী। দ্রুত অর্জিত সম্পদ সুরক্ষা এবং নিজ প্রতিপত্তি বজায় রাখার লক্ষ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও কালো টাকার মালিক ধণিক শ্রেনী মাস্তান ও সন্ত্রাসী লালন-পালন ও পোষণ করেণ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে ইসলাম ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বাংলা-ভাইয়ের আমদানী করেণ এবং জামাতকে রাজনৈতিক অংগনে নিয়ে আসেন। অতএব বাংলাদেশের সমস্যা শরিয়া আইন বা জামাত নয়। বাংলাদেশের মূল সমস্যা হলো ভোগ বিলাসী কালো টাকার মালিক নব্য এই ধণিক ও মধ্যবিত্ত শ্রেনী।

শিক্ষিত যুব সমাজের আর এক অংশের চেতনাকে অন্য আর একটি বিষয় প্রভাবিত করেছে, তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন। সমাজবিজ্ঞানে অস্বচ্ছ ও অপরিপক্ক ধারণার কারনে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে তারা সমাজতন্ত্রের পতন হিসাবে গ্রহন করেছেন, অর্থ্যাৎ রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ও আর্থ-সমাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের স্বাভাবিক রীতিকে এক করে ফেলেছেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনাকারী গোষ্ঠির হাতে মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের যে সুযোগ এসেছিল, তা বাস্তবায়নে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। তাই রাষ্ট্রযন্ত্রটির পতন হয়েছে।

তাছাড়া বস্তুবাদী ইতিহাস, সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব ও বিশ্বরাজনীতির ব্যাপারে অস্বচ্ছ ধারণার কারণে ৯/১১ এর ঘটনার মূল কারণ বুঝতে অক্ষমতা হেতু যুব সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ ইসলাম বিদ্বেষী ও যুক্তিহীন নাস্তিকে পরিণত হয়েছে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বের মানুষের চিন্তার ফসল সৃষ্টি তত্ত্বের বিপরীতে উনবিংশ শতাব্দির মানুষের চিন্তার ফসল ডারইউনবাদ উপস্থাপন করে যুক্তিহীন নাস্তিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে চলছেন। তারা ভুলে যান সময়ের সাথে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। তাই ভুল সৃষ্টি তত্ত্ব আল্লাহর অস্তিত্বহীনতা প্রমান করে না। তাছাড়া প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু আল্লাহ নয়। মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার ফসল ভাব, যার মধ্যে আল্লাহর অবস্থান। ভাব মানুষের জ্ঞানের আর একটি শাখা। ভাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী আল্লাহ স্বয়ম্ভু এবং সর্বত্র বিরাজমান, যা থার্মডিনামিক্সের প্রথম সূত্র কনজারবেশন অব এনার্জির সাদৃশ্য। তাই ধর্মকে বুঝতে হলে নরবিজ্ঞান, অর্থ্যাৎ সমাজ ও সভ্যতা এবং বস্তুবাদী ইতিহাসের উপর জ্ঞান থাকতে হবে, অন্যথায় মৌলবাদীদের মত ফ্যানাটিক ও ভাববাদী হোতে হবে।

বিভিন্ন কালে পৃথিবীতে বিদ্যমান ছিল এবং আছে এমন সকল সমাজ ও ধর্মে জন্ম গ্রহনকারী সকল মানুষের আচার-আচরণ, কলা-কৌশাল, ললিত-কলা, কৃষ্ঠি ও সংস্কৃতি এবং প্রযুক্তির ক্রমপুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার সমাহারের নাম সভ্যতা, যা নির্দিষ্ট কোন সময়ের বা একক কোন সমাজ বা ধর্মের দান নয়। সভ্যতা চলমান বিষয়। সভ্যতার বিবর্তন তথ্য ও ঘটনার লিখিত বিবরণের নাম ইতিহাস। তাই ইতিহাস কেবল মাত্র পূর্ববর্তী মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট কতগুলি ঘটনার সমাহার নয়। মানুষ ঐ ঘটনাগুলি কেন ও কোন উদ্দেশ্যে এবং কোন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ঘটিয়েছিল, তার কারণও ইতিহাসের বিবেচনার বিষয়বস্তু। যাকে বস্তুবাদী ইতিহাস বলে। তাছাড়া ইতিহাসের ঘটনাবলীর একটি প্যাটার্ণ বিদ্যমান। তাই ঐতিহাসিক ঘটনা বিশ্লেষণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সমাজের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং সভ্যতার টাইম স্প্যানে, বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়।

সকল ধর্মের মত ইসলামও ঐতিহাসিক ঘটনা, ঐশ্বারিক কোন ঘটনা নয়। তাই ইসলামকে বিবেচনা করতে হবে সপ্তম শতাব্দির আরবের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এবং মিসর ও রোম সভ্যতার আলোকে, ঐশ্বারিক বা বিচ্ছিন্ন ভাবে নয়। আরবদের তদকালীন সামাজিক বাস্তবতার নিরীক্ষে কোরাণের বিধান প্রনদিত। তাই কোরাণ তদকালীন আরবদের সংবিধান। যে কোন বিধান সময়ের সাথে সম্পর্কীত। সময়ের বিবর্তনে নবম ও দশম শতাব্দিতে ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী শাসকদের রাজত্বে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তীত হলে শরিয়া আইনের উদ্ভব ঘটে। কালের প্রবহে এবং বিভিন্ন দেশের প্রেক্ষাপটে উক্ত শরিয়া আইনের বহু পরিবর্তন ঘটেছে। তাই সব কিছু বিবেচনা করতে হবে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে।

মোহাম্মদের জামাতা আলী ও ইয়াজিদ বা উমাইয়ারা কোরাইশ গোষ্ঠিরই অন্তর্ভূক্ত । ব্যক্তি স্বার্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে তারা বিভক্ত। উভয়ই ইসলামকে ব্যবহার করেছেন নিজ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। মদ পান মানুষের

সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাই বিভিন্ন কালে, সমাজে ও ধর্মে মদ পান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সকল কালের, সমাজের ও ধর্মের গুটি কয়েক মানুষ মদ পান করে আসছেন। মুসলিম পরিবারের জন্ম গ্রহনকারী কেউকে মদ পান করতে দেখে ইসলাম বিদ্বেষী কোন কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে কটক্ষ করে সমাজ ও ইতিহাস বিষয় নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। ধর্মকে ঐশ্বারিক হিসাবে বিবেচনা করা যেমন ব্যক্তিমানুষের বিশ্বাস, তেমনি মদ পান করা ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছা, সমাজ ও ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মীয় বিশ্বাস, ব্যক্তি ইচ্ছা ও আর্থ-সামাজিক স্বার্থ ভিন্ন প্রকৃতির। প্রতিক্রিয়াশীলেরা নিজ স্বার্থে বিষয়গুলি এক করে ফেলেন।

বর্তমান বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বুঝতে বা জানতে হলে তার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। কৃষি প্রধান বাংলাদেশের ৮০% লোক অশিক্ষিত, যারা মূলত কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই মানুষগুলি ধর্মভীরু, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। তবে কিছু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত চোখে সরষে ফুল দেখার মত কৃষকদের মধ্যে কেবল ইসলামিষ্ট দেখেন। ধর্ম নিরাপেক্ষতা বাংলার লোকায়েত দর্শন। কৃষকেরা বাংলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর জন্মদাতা। জন্মদাতা কৃষকদের মুক্তির জন্য শিক্ষিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেনী বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসর জমিদারদের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানী শাসনকালে পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠি ও তাদের দোসর দ্বিজাতি তত্ত্বের বাঙ্গালী সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধে জীবন বাজি রেখে জন্মদাতার সাথে হাত মিলিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ঠ পাক বাহিনী ও রাজাকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ উত্তর বাংলাদেশে এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর এক অংশ বিদেশী সমর্থন ও অর্থে বলিয়ান হয়ে মৌলবাদী প্রচারে এবং সন্ত্রাসী ও মাস্তানী কাজে রত হয়েছে। কয়েকজন আবার সোভিয়েত রাষ্ট্রের পতনকে সমাজতন্ত্রের পতন মনে করে ৮০% অশিক্ষিত বাঙ্গালীকে হেদায়েতের জন্য নাস্তিকতা প্রচারে এবং মুসলমান ও ইসলামের কুৎসায় রত আছেন। কেউ কেউ আবার মার্কিন গণতন্ত্র আমদানীর চেষ্টায় রত। তারা বুঝতে পারছেন না যে, গণতন্ত্র আমদানী বা রপ্তানী যোগ্য পন্য নয়। বহু দল থাকা বা নির্বাচন দিয়েও গণতন্ত্র আনা যায় না। জার্মানিতে বহু দল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ও নির্বাচনের মাধ্যমে হিটলারের উত্থান হয়েছিল। নির্বাচনের মাধ্যমেই যুক্তরাষ্ট্রে নব্য কনদের আগমন ঘটেছে এবং পৃথিবীকে এক অশান্ত অবস্থায় নিয়ে গেছে। নির্বচনের মাধ্যমে আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন তল্পীবাহক শাসক গোষ্ঠি ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশের জোট সরকার ক্ষমতায় এসে স্বৈরাচারী আচরণ করছে। তাই সত্যিকার গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত হলো সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের প্রগতিশীলদের একটি অংশ ঘোড়ার আগে গাড়ী, না গাড়ীর আগে ঘোড়া সেই বিভ্রান্তিতে আছেন।

সেতারা হাশেম ০৪/১৬/০৫